দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

66

# এইচএসসি ঃ বহিষ্কৃত ছাত্রের আত্মহত্যা প্রিন্সিপালের পদত্যাগ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সোমবার এইচএসসি পরীক্ষায় সারাদেশে কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে গোলযোগের কারণে ১৮ জন পুলিশসহ কমপক্ষে ২২ ব্যক্তি আহত হয়েছেন। সিলেটের মদনমোহন কলেজ, নরসিংদীর শহীদ আসাদ কলেজ, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড কলেজ ও কুমিল্লার বুড়িচং কলেজ কেন্দ্রে বহিষ্কারকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে ছাত্র ও বহিরাগতদের সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষে বিভিন্ন কলেজের অফিস ভাংচুর, পুলিশের গাড়ি ভাংচুর, টিএনও এবং সহকারী কমিশনারের অফিস ভাংচুর হয়। এসকল ঘটনায় পুলিশ ১৩ ব্যক্তিকে আটক করেছে।

খুলনার শহীদ সোহরাওয়ার্দী ডিগ্রী কলেজে পরীক্ষার্থী জালালউদ্দিনকে বহিষ্কার করায় তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর আত্মহত্যার খবর ছড়িয়ে পড়লে পরীক্ষার্থীরা কলেজ অধ্যক্ষের অফিস ঘেরাও করে এবং তাদের চাপের মুখে কলেজ অধ্যক্ষ মাযহারুল হান্নান পদত্যাগ করেন।

গতকাল ইংরাজী প্রথমপত্র পরীক্ষায় চারটি বোর্ডে কমপক্ষে দুহাজার দু'শ ১৮ জন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার করা হয়। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ৮৬৪ জন, রাজশাহী বোর্ডের ৮৮১ জন, কুমিল্লা বোর্ডের ৩৫৭

(৮–এর পৃঃ ৭–এর কঃ দ্রঃ)

## এইচএসসি ঃ বহিষ্কৃত ছাত্রের আত্মহত্যা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জন এবং যশোর বোর্ডের ১১৬ জন রয়েছে।

সিলেট থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান ঃ সিলেট মদনমোহন কলেজ এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে একদল উচ্ছৃংখল ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে ১২ জন পুলিশসহ ১৬ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় চারটি সরকারী গাড়ি ভাংচুর করা হয়। পুলিশ এব্যাপারে ১৩ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

সোমবার এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজী প্রথমপত্র পরীক্ষা চলাকালে ম্যাজিস্ট্রেট আবুল হাফিজ পরীক্ষা কেন্দ্রে যান। ম্যাজিস্ট্রেট কেন্দ্রের দোতলার চার নম্বর কক্ষে নকল প্রতিরোধের জন্য কর্তব্যরত শিক্ষক অধ্যাপক আবুল ফতেহ্ ফাত্তাহকে নির্দেশ দেন। শিক্ষক অপারগতা প্রকাশ করলে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে অধ্যাপকের কথাকাটাকাটি হয়। এসময় ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ ডেকে অধ্যাপককে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। পুলিশ হলের সামনে যাওয়ার পর ছাত্ররা মারমুখী হয়ে এলে অধ্যক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

একটার সময় পরীক্ষা শেষ হবার পর উচ্ছৃংখল ছাত্ররা কেন্দ্রে পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। ছাত্র ও পুলিশের ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়ায় ১২ জন পুলিশ আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্র জানিয়েছে। এ সময় চারজন ছাত্রও আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। ছাত্ররা কলেজ ক্যাম্পাস থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে তিনটি সরকারী গাড়ি ভাংচুর করে। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। এদের মধ্যে নয় জন মদনমোহন কলেজের পরীক্ষার্থী। সাতকানিয়া সরকারী কলেজ কেন্দ্রে ৩০ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করায় থানার ওসিসহ ৬ জন পুলিশ সংঘর্ষে আহত হয়। পুলিশ জানায়, বিক্ষুব্ধ জনতা, ছাত্র সাতকানিয়া থানা নির্বাহী অফিসারের জীপ গাড়িতে ও একটি মোটর সাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা টিএনওকে কলেজ কেন্দ্রে আক্রমণ করে এবং তার বাসভবনে বোমা মারে। পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে ১৫ রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে।

সীতাকুন্ড পরীক্ষা কেন্দ্রে বিক্ষুব্ধ ছাত্র ও পরীক্ষার্থীরা সীতাকুন্ড কলেজের অধ্যক্ষকে নাজেহাল করে। তারা বিজ্ঞান ভবনও ভাংচুর করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে একটি চেয়ারকোচ ভাংচুর করে। এছাড়া গাড়ি চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

নরসিংদীর শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ কেন্দ্রে একদল উচ্ছৃংখল ছাত্র কলেজে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে। তারা টিএনও এবং সহকারী কমিশনারের অফিস ভাংচুর করে এবং আসবাবপত্র নষ্ট করে।

কুমিল্লার বুড়িচং এরশাদ কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী বহিষ্কার করায় কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িতে বহিরাগতরা হামলা চালায়। তাঁরা দুটি গাড়ি ভাংচুর করে এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে আটক করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ বাধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশ ৭ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে।

গাজীপুর কলেজ কেন্দ্রে রোববার রাতে বেঞ্চে প্রশ্নের উত্তর লেখার অভিযোগে দু'জন পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।